দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 OCT 1993
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষক রাজনীতি জাতির জন্য অশনি সংকেত

খন্দকার কবির উদ্দীন

"আজি হতে চির উন্নত হলো শিক্ষা, গুরুর শির সত্যিই তুমি মহান উদার বাদশা আলমগীর"

প্রাইমারী স্কুল জীবনে কবি কাদের নেওয়াজ কর্তৃক রচিত 'শিক্ষকের মর্যদা' কবিতাটি পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল- আমার সত্যিই সেদিন আত্মপ্রত্যয় জন্মেছিল বাদশা আলমগীর শিক্ষকদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছেন, তা চিরদিন সমুন্নত থাকবে।

একথা অকপটে বলা যায়, 'সম্মান ও মর্যাদা' একটি ব্যতিক্রমধর্মী জিনিস। এটা মানুষের নিকট থেকে জোর করে আদায় করা যায় না। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। শিক্ষকগণ চিরদিনই সম্মানীত ও মর্যাদাবান ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পিতা-মাতার পরেই রয়েছে শিক্ষকের স্থান। আমাদের দেশের অধিকাংশ পরিবার নিজেদের পারিবারিক ব্যস্ততার কারণে শৈশবেই ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষকের হাতে তুলে দেন, শিক্ষকগণকেই তখন ছেলে মেয়েদের পিতা-মাতার দায়িত্ব বা অভিবাকত্ব পালন করতে হয়। তাদের হাতেই অতিবাহিত হয় জীবনের একটি বিরাট সন্ধিক্ষণ।

আমরা জানি ''Education is the backbone of Nation'' ''শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড"। একটি শরীরে মেরুদন্ড না থাকলে শরীরটি যেমনিভাবে দাঁড়াতে পারে না; তেমিন একটি জাতির শিক্ষা না থাকলে কখনোই জাতি মুখ তুলে দাঁড়াতে পারে না।

ব্যর্থতার গ্লানি সে জাতিকে চিরদিনই অবনত করে রাখে। শিক্ষা বা জাতির মেরুদন্ডকে সঠিক ও সুন্দররূপে গড়ে তোলার জন্য চাই দক্ষ ও আন্তরিক কারিগর। আর এ ক্ষেত্রে কারিগর হচ্ছেন সম্মানিত শিক্ষকগণ। আমাদের দেশের সর্বস্তরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের দক্ষতার অভাব রয়েছে- এ কথা অস্বীকার করার যো নেই, আর এ জন্য শুধু শিক্ষকরাই দায়ী নন। দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনও অনেকাংশে দায়ী।

আজ এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, আমাদের দেশের শিক্ষকদের পাঠদানের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে উত্তোরোত্তর হ্রাস পাচ্ছে। এর পেছনে নানাবিধ কারণ থাকলেও অন্যতম প্রধান দু'টি কারণ হচ্ছে- (১) অপর্যাপ্ত ভাতা (২) শিক্ষক রাজনীতি। বলা বাহুল্য, অপর্যাপ্ত ভাতার বিষয়টি ইদানীং অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কারণটিই আজ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে এবং স্কুলের মাথাব্যথা কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষকদের ঘৃণ্য রাজনীতি জাতির মেরুদন্ডে আজ বারবার কুঠারাঘাত করছে। তাই জাতির অস্তিত্ব আজ বিপন্নপ্রায়। শিক্ষকগণ রাজনীতি থেকে বিরত থাকবেন একথা বলছি না- উনারা রাজনীতি করবেন, তবে তা হবে শালিন ও বুদ্ধিবৃত্তিক রাজনীতি। দলীয় মস্তান সেজে নয়; বর় সঠিক, আদর্শিক ও দেশ গড়ার রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন শিক্ষকগণ।

উল্লেখ্য যে, শিক্ষক রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ শীর্ষস্থানে রয়েছেন। অবশ্য সব শিক্ষকই রাজনীতির সাথে জড়িত নন। গুটিকতেক শিক্ষকের রাজনীতিই শিক্ষক ব্যবস্থায় মারাত্মক "ভাইরাসের" জন্ম দিয়েছে। তাদের ঘৃণ্য রাজনৈতিক তৎপরতার ফলে ইতিমধ্যেই দেশে ছাত্র-শিক্ষক ও শিক্ষকদের পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সাম্প্রতিক সংঘটিত কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরা যায় ঃ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আলমগীর মুহাম্মদ সিরাজুদ্দীনের পদত্যাগকে কেন্দ্রে করে ২২ ডিসেম্বর '৯১ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে কতিপয় তথাকথিত শিক্ষক-শিক্ষিকার নেতৃত্বে একটি ছাত্র সংগঠন অপর একটি ছাত্র সংগঠনের সাথে যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং পরবর্তীতে সে ব্যাপারে দৈনিক মর্নিং সান পত্রিকায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তাতে সংঘর্ষের পেছনে কতিপয় শিক্ষকের ঘৃণ্য রাজনৈতিক তৎপরতাকেও দায়ী করা হয়।

তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি মনিরুজ্জামান মিঞার আহবানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার জন্যে সর্বদলীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের যে সভা ডাকা হয়, উক্ত সভায় একটি সংগঠনের সংসদীয় দলের নেতার উপর কতিপয় বাম ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসীরা যে হামলা করে, এর পেছনেও কিছু শিক্ষকের সরাসরি মদদ রয়েছে বলে পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়।

অতি সাম্প্রতিককালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য ডঃ ছালেহ আহমদকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার অপরাধে চাকরি হারাতে হয়েছে জনৈক শিক্ষককে। ঘটনা এখানেই শেষ নয়; দেশের সর্বকনিষ্ঠ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি আজ মারাত্মকরূপ ধারণ করেছে। "মাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস" পত্রিকায় প্রকাশিত এক খবরে জানা যায়, গত ৫ জুলাই '৯৩ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দু'টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হলে কতিপয় শিক্ষক রীতিমতো জামার হাট-গুটিয়ে ছাত্রদের সাথে মারামারিতে অবতীর্ণ হয়। শুধু ছাত্রদেরকেই নয়; একজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকেও এ সময় প্রহার করে বলে কর্মচারীরা লিখিত অভিযোগ পেশ করে। আজ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কতিপয় শিক্ষকের ব্যাপারে এমন অভিযোগও রয়েছে যে, উনারা জ্ঞান চর্চার চেয়ে রাজনীতি চর্চা বেশী করেন। এ জন্য অনেক সময় ক্লাসও নিতে পারেন না।

শিক্ষকদের এহেন কুৎসিত রাজনৈতিক তৎপরতার ফলে ছাত্ররাও আজ পিতৃতুল্য শিক্ষকদের গায়ে হাত তোলার মত দুঃসাহসে মেতে উঠেছে।

গত ২১-৯-৯৩ সরকারী ছাত্র সংগঠনসহ কতিপয় বাম ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসী কর্তৃক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, হল প্রভোস্টসহ বিভিন্ন শিক্ষক ও কর্মকর্তা প্রহৃত হওয়াসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের উপর ছাত্রদের হামলা- এর জলন্ত উদাহরণ।

এ সব হামলার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি আন্দোলনে নেমেছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উপর ছাত্র দলের হামলার ব্যাপারে জাতীয় সংসদেও কথা হয়েছে। এ সব ঘটনা সত্যিই বেদনাদায়ক- এর মূলোৎপাটন কামনা করি। এ ধরনের ন্যাক্কারজনক তৎপরতা জাতিকে সন্ত্রাস আর হতাশা ছাড়া কিছুই উপহার দেবে না। এ সব জাতির জন্য অশনি সংকেত- এ অবস্থা বেশী দিন চলতে দেয়া যায় না। এ জন্য সরকারসহ সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন হওয়া দরকার।

জাতি আশা করে, শিক্ষগণ শিক্ষক নিজেদের পবিত্র পেশা হিসেবে সকল প্রকার ঘৃণ্য অপতৎপরত থাকবেন, তাহলেই জাতি ত পৌঁছাতে পারবে।